331219 - মুসলমি ভাইয়রে জন্য গোপনে দোয়া করে পরবর্তীতে তাকে অবহতি করা

প্রশ্ন

আমি যে ব্যক্তরি জন্য গোপনে দোয়া করি তাকে যদি বলি যে, আমি তার জন্য দোয়া করছি এতে কি সওয়াব কমে যাবে? কংিবা কোন ব্যক্তি যদি আমাকে জজ্ঞিসে করে যে, আপনি কি আমার জন্য দোয়া করনে? আমি যদি বলি: হ্যাঁ এবং আমওি তার কাছে দোয়া চাই?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: শরয়িত মুসলমি ভাইয়রে জন্য গোপনে দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে:

শরয়িত মুসলমানদরেকে পরস্পর পরস্পররে জন্য গোপনে দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে। যমেনটি আবু দারদা (রাঃ) এর হাদসিে এসছে তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কোন মুসলমি তার মুসলমি ভাইয়রে জন্য গোপনে দোয়া করতে থাকলে একজন ফরেশেতা বলে: তোমার জন্যওে অনুরূপ।"[সহহি মুসলমি (২৭৩২)]

কাযী ইয়ায (রহঃ) বলনে:

"সে ব্যক্তি যে যে দোয়া করছে এর সমপরমিাণ সওয়াব সে পাবে। কনেনা সে অন্যরে জন্য দোয়া করার মাধ্যমে দুটো নকে আমল করছে: ১. খালসিভাবে (একনষ্ঠিভাবে) আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং মুখ ও মন দয়িে আল্লাহ্র কাছে ধর্ণা দয়ো। ২. অপর মুসলমি ভাইয়রে কল্যাণ করতে পছন্দ করা ও তার জন্য দোয়া করা। এটি এমন একটি নকে আমল যার জন্য মুসলমিকে সওয়াব দয়ো হয় এবং হাদসিে পরস্কিার ভাষায় উল্লখে করা হয়ছে এমন দোয়া কবুলযোগ্য।"[ইকমালুল মু'লমি (৮/২২৮) থকেে সমাপ্ত]

এ হাদসিে এই মর্যাদা গোপনে দোয়ার জন্য নর্দিষ্টি করা হয়ছে। তাই কোন মুসলমি যদি তার এ আমলরে কথা কাউকে অবহতি করে এতে করে কি এ ফজলিত ও সওয়াব বাতলি হয়ে যাবে?

শরয়ি নীতি হল: নকে আমলগুলো ববিচেতি হয় আমলকারীর উদ্দশ্যে ও নয়িতরে ভত্তিতি। যমেনটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসিে এসছে: "আমলসমূহরে শুদ্ধাশুদ্ধি নয়িতরে উপর নর্ভিরশীল। আর প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত

করে সটোই তার প্রাপ্য।"[সহহি বুখারী (১) ও সহহি মুসলমি (১৯০৭)]

দুই: যার জন্য দোয়া করা হয় তাকে দোয়া করার বষিয়টি অবহতি করা:

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে যার জন্য দোয়া করা হল তাকে অবহতি করার কয়কেটি উদ্দশ্যে হতে পারে:

যদি এ অবহতি করণরে মাধ্যমে তার উপর অনুকম্পা প্রকাশ করা ও তাকে খোঁটা দয়োর উদ্দশ্যে করা হয় তাহলে খোঁটা দয়ো একটি কবরিা গুনাহ। খোঁটা দয়োর মাধ্যমে আমলকারীর আমল নষ্ট হয়ে যতেে পারে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"ইবাদতটি শষে হয়ে যাওয়ার পর যা কছিুর উদয় হয় এটি ইবাদতরে উপর কোন প্রভাব ফলেবে না। তবে ওটার মধ্যে যদি সীমালঙ্ঘন থাকে; যমেন- খোঁটা দয়ো, দান করে কষ্ট দয়ো; তাহলে এই সীমালঙ্ঘনরে পাপ দানরে সওয়াবরে সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে দানকে বাতলি করে দবি। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "ওহে যারা ঈমান এনছে! তোমেরা খোঁটা দয়ো ও কষ্ট দয়োর মাধ্যমে তোমোদরে দানগুলোকে নষ্ট করো না।"[আল-কাওলুল মুফদি (২/১২৬) থকেে সমাপ্ত]

আবার হতে পারে এ অবহতিকরণ নকে আমল হসিবেে গণ্য হবে এবং এর জন্য অবহতিকারীকে সওয়াব দয়ো হব। উদাহরণতঃ কউে যদি জানতে চায় তখন তাকে জানানো য, তার জন্য গোপনে দোয়া কর। এমন জানানোটা কথাবার্তায় সত্যবাদতিা ফুটয়িে তোলার পর্যায়ভুক্ত। কংিবা যদি যার জন্য দোয়া করা হল তার প্রতি মমত্ব ফুটয়িে তোলা ও তার মনে আনন্দ প্রবশে করানোর জন্য হয় এবং উভয়রে মাঝে সম্পর্ক-সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার জন্য হয়। যমেনটি হাদসিে এসছে: "জজ্ঞিসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে সর্বাধকি প্রয়ি ক? তনিি বললনে: মানুষরে সর্বাধকি উপকারী ব্যক্তি। এবং আল্লাহ্র কাছে সর্বাধকি প্রয়ি আমল হচ্ছ— কোন মুমনিরে অন্তরে খুশি প্রবশে করানো।...[কাযাউল হাউয়ায়জি (পৃষ্ঠা-৪৭), শাইখ আলবানী 'আস্-সলিসলিা আস্-সাহহিা' গ্রন্থে (২/৫৭৫) হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে]

এ বষিয়ে খতীব আল-বাগদাদী তার 'তারখিু বাগদাদে (৪/৩২৫) নজিরে সনদে 'খাত্তাব বনি বশির' থকেে বর্ণনা করছেনে য, তনিি বলনে: "আমি আব্দুল্লাহর পতিা আহমাদ বনি হাম্বলকে প্রশ্ন করছলিাম আর তনিি জবাব দচ্ছিলিনে এবং শাফয়েরি ছলেরে দকিে তাকয়িে বলছলিনে: এটি আমাদরেকে আব্দুল্লাহ্র পতিা শখিয়িছেনে। বুঝাতে চয়েছেনে: শাফয়েি।

খাত্তাব বলনে: আমি আব্দুল্লাহর পতিা আহমাদ বনি মুহাম্মদ বনি হাম্বলকে ওসমানরে পতিার সাথে তার বাবার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনছে। আহমাদ বলনে: আব্দুল্লাহ্র পতিার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। আমি যখনই কোন নামায পড়ি পাঁচজনরে জন্য দোয়া করি। তনিি পাঁচজনরে একজন।"

এ ধরণরে উদ্দশ্যেরে ক্ষত্রেে: অবহতিকরণ নষিদ্ধি হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়। বরং এ উদ্দশ্যেগুলো নকে কাজ ও ভাল

কাজ। এবং এটি গোপন দোয়ার সওয়াবপ্রাপ্তির ক্ষত্রেে কোন প্রভাব ফলেবে না এবং দোয়াকারী তার ভাইয়রে জন্য যা যা দোয়া করছেে সওে তা তা পাওয়ার ক্ষত্রেে কোন প্রভাব ফলেবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

তবে অন্যরে জন্য যে দোয়া সে গোপনে করছেে তার কাছে নজিরে জন্য অনুরূপ দোয়া করার অনুরোধ করা উচতি নয়। কনেনা এটি নকে আমলরে জন্য অন্যরে কাছ থকেে এক ধরণরে বনিমিয় ও প্রতদিান চাওয়া।

তনি:

ইতপিূর্বে 163632 নং প্রশ্নোত্তরে অন্যরে কাছ থকেে দোয়া চাওয়ার হুকুম বস্তিারতিভাবে আলোচতি হয়ছেে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।